# চিরন্তন বহতা নদী

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরন্তনবহতা নদী - একশ বছরের বাংলার চিত্রকলা

একশ বছরের শিল্প কথা ভাবারও একটা জিজ্ঞাসাথাকে। খুঁজে পাওয়ার প্রত্রিয়া কাজ করে মনে। একশ বছরের যে সবশিল্প রচনার কথা জানতে যাব তারও আগের একটি পথ পরিত্রমা আছে।একশ বছরের ছবির আকার জানার একটি বিশেষ মনও কাজ করে। বিশাল গাছেরদিকে, ফুলের দিকে, বয়ে চলা উচ্ছল ছন্দোময় নদীর দিকে তাকালে তারবীজের কথা মনে আসে বৈকি। বীজের মধ্যেই এসব অবাক করা মনোহরণসৃষ্টিগুলি বেঁচেছিল। সেই বীজ শিল্পীর হৃদয় ভূমিতে পড়েঅঙ্কুরিতই শুধু নয় ধীরে ধীরে পরম যত্নে, মমতায় তা উদ্ভাসনের লাবন্যেধরা পড়ল রসিকের দৃষ্টিতে। রসিক আপ্লুত হলেন, খুশি হলেন। কিংবাহলেন না। সব কিছুই প্রতিফলিত হবে তাঁর কাছে। শিল্পের কথায়অনেক ক্ষেত্রে আমরা শিল্পীকে মনে রাখতে পারি না। অনেক শিল্পী সেপ্রত্যাশা করেনও না। তাই যদি করতেন তা হলে আজও সব অসাধারণ শিল্পকর্মের নীচে কেন লেখা হয় অজানা শিল্পী?

আর একটি বিষয়ে এখানে পরিষ্কার করে ভেবে নেওয়াবোধহয় ভাল। তা হল আমরা অনেকে মনে করি আর ধারণার মধ্যেও রেখেছি--শিল্পীদের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ধরা হয়েছে। আর বিত্তবান মানুষের ভালবাসাহীনচাপের মধ্যে শিল্প কর্ম গড়ে তুলতে হয়েছে--- উপমা হিসেবে আমাদের সবমন্দির তার গায়ে উৎকীর্ণ শিল্প কর্মের কথা বলি।
ভিন্ন ভাবনার ভেতর দিয়ে গেলে আমার নিজের মনে হয়আর চিত্রকর হিসেবেও দেখতে ইচ্ছে করে অত্যাচার চাপের ভেতর দিয়ে যদিশিল্প কর্ম রচিত হয় তা কোন দিনই অমন অজন্তা অমন নটরাজ অমনদক্ষিণের সমুদ্র বেলায় পড়ে থাকা রথ, মন্দির তৈরি হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। এসবকাজের মধ্যে শিল্পীর অসাধারণ ভালবাসা আর নিষ্ঠারই সত্যপ্রকাশিত।

একশ বছরের ছবির কথা জানতে গিয়ে এসব কথা বলারএকটাই কারণ আমাদের এই অঞ্চলভূমিতে যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে তাহলভালবাসায়। বাংলার মাটিতে যে ছবিধীরে ধীরে গড়ে উঠে নিজের পরিচয়ে সমৃদ্ধ হল সে ছবি দেখলেই স্বজন স্বদেশকেচিনে নিতে সময় লাগে না --- কিন্তু আজকের শতবছরের কিনারায় দাড়িয়ে সেই স্বজনবোধের উত্তাপ ছোঁয়ার তেজ কমেছে। এখন ভেবে নিতে হচ্ছে দেখেনিয়ে অক্ষরের অবয়বে একে জেনে নিতে হয়। এ ভাল, না মন্দ, না ঠিক হল না,সে কথা নয়। কিন্তু সরল ছবির যে সুরভি আমাদের ছবির আত্মা তাকে হারিয়েফেলার প্রত্রিয়ায় কেমন ভাবে যুক্ত হলুম!

বাংলার শিল্প কলার জীবন কবে থেকে রঙ রেখা নিয়েখেলা শু হল? কবে চিত্রকর তার পাতার পটে ধীরে ধীরে তার ভাবনা ররসকে, অনুভূতিকে আসন পেতে দিলে? সেই পাতার পটে যে রেখা নড়ে চড়েবসলে সেই রেখা কিন্তু পোড়ামাটির অবয়বে লালিত হয়ে রসিকের মনে একআনন্দের বাতাবরণও গড়ে দিলে। এই পট এই মূর্তি কিন্তু আজও একশ বছরেরঘেরাটোপে বাঁধা থাকল না। আমি মনে করি শিল্পের মুক্তিই সেখানে। একশবছরের ইতিবৃত্তই যদি ধরি তা হলে একথা বলতে তো কোথাও আটকে যাবারকথা নয় - যে একশ বছরের শুতে সৃষ্টিতে ব্যাখ্যার জায়গা ছিল বড় কম।দেখা যাক না কেমন কম ছিল। ধর্ম নির্ভর বা সাহিত্য নির্ভর চিত্র রূপগুলিরমধ্যে পদাবলীর জায়গা ছিল বেশ কিছু। বাংলার চিত্ররচনার অনেক ঘটনার চিত্ররূপ যেমন দেখতে পাই তার পেছনেবিশাল পরিধির মধ্যে বিশাল আকারে শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখতে কোথাও অসুবিধে হয় না। শান্তভাবনা,শক্তিভাবনা যেমন সমগ্র ভারতভূমিকে তার সাংস্কৃতিক ও অধ্যাত্মচর্চায় বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়েএসেছে আবহমান কাল থেকে তেমন বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব

ধ্যানধারণা লীলাকেঅবলম্বন করে। বৈষ্ণবীয় দৃষ্টি দিয়ে সেই পুরাতন রাধা কৃষ্ণকেআর এক অবয়বে দেখা তো এখান থেকেই।কবি যেমন তাঁর রচনায় নতুনভাবে রাধে বলে ডাকতে পারলেন একই সঙ্গেশিল্পীও তাঁর পটে কদম্ববৃক্ষের তলায় রাধাকৃষ্ণর যুগলঅবয়বের এক বিশেষ পরিবেশনায় সফল হলেন। এখানে যুগল মূর্তির সঙ্গে অঙ্গের সঙ্গে বাঙূলি গঠনের ভঙ্গীয় এক আশর্চ্যউপস্থাপনা ঘটেছে। এই যুগল মূর্তিকে ঘিরে ভক্তকূলের আকুল নাম গানের পরিবেশ আর এক ভিন্নগভীরতায় পৌঁছে দিয়েছে রসিককে।

আজ শতকের শেষ প্রান্তে তেমন কিছু কি ঘটাতে পারলুম? আজকের ২০০০ বছরের পরিচয়ে পরিচিতি হতে কেন এতরিক্ততা? কেন নিজের মূর্তি নিজের পরিচয় গড়ে নেওয়ার এত দ্বিধা? আসলে যেবিশ্বাস শিল্পী অর্জন করেছিলেন লীল ার রূপদৃষ্টিতে, সে বিশ্বাসের ভিত আমরা নিজেরাই নাড়িয়ে ফেলে আজসংশয়ের আবর্তে ঘুরতে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছি - হচ্ছে তো?আমি কী করতে চাই আজকের নবীনরাবলে উঠতে পারছেন না। এ শতবর্ষের ব্যবধানে করণ কৌশলের পারঙ্গমতার দ্বিধাত্রমশই বেড়ে চলেছে। করণ কৌশলের দাপট শতকের শেষ প্রান্তেএসে বারবার ওলট পালট করে দিচ্ছে স্থিতধী চিন্তামণিকে। দইপাতার জন্য দুধকে বারবার নেড়ে দিচ্ছে।

শতবর্ষের প্রাক আরম্ভে সমাজের সঙ্গে যোগ যুক্তহয়ে শিল্প তার আসন পাততে পেরেছিল বলেই তা কোনদিন মানুষ এবং সমাজছাড়া হয়নি। আজ ছবি করতে গিয়ে গান গাইতে গিয়ে সাহিত্য রচনায় ব্রতীহয়ে বার বার জীবনমুখী শব্দের ব্যবহার ঘটাতে হচ্ছে।

সমাজের ভাবনা চিন্তার ওঠা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেশিল্পও সমান্তরালভাবে চলেছে। এদেশে বাইরের মানুষ এসে বার ব ারশিল্পীদের নানান ভাবনায় জারিত করেছে। বাইরের শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গেতাদের সংস্কৃতি এসে হাজির হয়েছে। সবচেয়ে আশর্চ্যের আর অবাক - করা ঘটনাহল-সে সব সংস্কৃতির ভালটুকু গ্রহণের ভেতর দিয়ে নিজের পরিচয়, অবয়বটি কখনও খোয়াতে ত হয়নি। কৃষ্ণ,রাধা, রামায়ণ কৃষ্ণাকালী বা নগর কীর্তনে মতো সব ছবি পাশ্চত্যেরকরণ কৌশলের দ্বারা সৃষ্ট হলেও প্রয়োগ গুণে ছবির আত্মার ভাষাছিল স্বদেশের। বাংলার ছবিতে কাগজের ,মাটির দেওয়ালের কিংবা সরার জমির বদলে তেলরঙ এর পট যখনউপস্থিত, তখনকার সে সব ছবিগুলি নজর দিয়ে দেখলে দেখব দেশেরসুরভি আর ল াবণ্যেরে সঙ্গে মাটির সরলতা একবারে হারিয়ে যায়নি।

কিন্তু একটা সময় এল যখন আমাদের কিছু অংশ -পাশ্চাত্যের করণ কৌশলের চমৎকারিত্বকে নিজের কাজের মধ্যে ফুটিয়েতোলাকেই সর্বোত্তম মেধা আর রচনা বলে স্বীকার করার গর্ব করলে। আসলেআমরা ভুলে যেতে বসেছি আমার স্ব দেশ ভাবনার মধ্যে কোথাও কূপমন্ডুকতারঅবকাশ নেই। আজও যখন শিল্প রচনার বিষয় আলোচনায় -রচনায় ব্রতী হই তখন স্বদেশের মত উচচারণের সঙ্গে উদারতার অভাব বলেবিচার করা হয়। স্বদেশ ভাবনার এই বোধকে অহঙ্কার বলি না, বলিসত্য-সততা।

শিল্পকে আজ বিশ্বায়নের মোড়কে এমন এক মোহানায়দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছি যেখানে নিজেকে চিনে নেব ারকোনও উপায় থাকছে না। খুব সাদামাঠা একটি বিষয়কে ভাবলেই তা আরওস্পষ্ট হয়। কোথাও আবেদন পত্রের মাঝে একটি বয়ান থাকে তা হল -নিবেদনকারীকে চিনে নেওয়ার জন্য কোনও একটি শরীর চিহ্। এই শরীররেরবিশেষ চিহ্ই - আ বেদনকারীকে চিনে নিতে সাহায্য করে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিল্প রচনার ক্ষেত্রেও শিল্প শরীরের একটিবিশেষ প্রক াশের আকার আর ভাষা থাকে যা শিল্প রচনাটিকে চিনেনিতে সাহায্য করে। প্রকৃতির জীবনে বিশ্বায়নের বোধকে যদি ভাবি তাহলেও দেখব - কাশ্মীররেইজাফরান ফোটাবার উপযুক্ত পরিবেশ বলে ধরা হয়। আবারদক্ষিণেরকালো মাটি তুলো চ াষের উপযুক্ত ভূমি বলে চিহ্নিত হয়েছে।প্রকৃতির এই বিশাল বিচিত্রতার মধ্যেই বিশ্বায়নের বোধ কাজ করছে।বিশ্বায়ন শব্দ ব্যবহারেই কি মাটির কাছের পরিচয়কে সমান্তরাল করাসম্ভব? বাণিজ্যের বিশ্বায়নকে আমরা শিল্পের চরাচরে এনে কোথাও

ভ্রমেপড়ছি না তো?

বাংলার শিল্পকলার একটি সবচেয়ে বড় দিক হলমানুষকে বিশেষ করে দেশের ধমনী যেখানে সদা দীপ্ত সেই আম জনতাকে ভোলাহয়নি। এই বিংশশতকের নানা অধ্যায়ে পর্যায়ে তো এমন এমন শিল্পকর্ম সৃষ্টিহয়েছে যা আম জনতার অর্থাৎ সর্বজনগ্রাহ্যতার চোখে উত্তীর্ণ বলে মনে হয়।ধারাবাহিকভাবে আলোচনার পথ ধরে হাঁটতে থাকলে দেখব আজও সেই একশবছরের প্রথমের শিল্প ভালবাসা আর দৃষ্টির কোনও অবনমন হয়নি-যদি শিল্পে রসিক দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার সমীক্ষা নিতে থাকি তোতাই দেখব। আজকে যাকে পৃথিবীর কথা বলে আরও বড় করে বোঝাতে চাইছিতা থেকে কিন্তু অনেক রসিক চোখফিরিয়ে নিচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে ভেবে দেখতে পারি তো আজকের জীবনমুখীগানের ঢলের মধ্যেও সেই গায়করা বার বার ফেলে আসা গানকেই আবার গলায়তুলে নিয়ে তা শোনাবার ঘটনায় ব্রতীহচ্ছেন কেন? মানুষ চাইছে বলে যদি বলি- তাহলে এও বলি একটি উত্তীর্ণসৃষ্টিকেই আবার শোনার ভেতর দিয়ে চলতে চাইছে শ্রোতা। আসলে সংশয়হীনব্রতের একটি প্রক্রিয়া থাকে চর্চার ভেতর দিয়ে। যে সন্তানমাতৃগর্ভে পূর্ণ সময়ের ভেতর দিয়ে ভূমিষ্ট হল সে অপুষ্টির বা নাবাড়ন্ত অবস্থায় সাধারণত দেখা দেয় না। শিল্পের ইতিবৃত্তপ্রথম কথা হল এই একশ বছর কেন - হাজার হ াজার বছর ধরে এই পরিণতসমাজ ব্যবস্থার একটি সদিচ্ছার ভেতর দিয়েই শিল্পকীর্তিগুলিরজন্ম। একশবছরের ছবির ইতিবৃত্তের সাধনার চর্চার কাহিনী কতটুকু?
একশ বছরের বাংলার চিত্র আলোচনার সিংহভাগ গড়েউঠেছে কলকাতাকে ঘিরেই। নগরনন্দিনী কলকাতাই উপহার দিয়েছেবিশ্বসংসারকে এই একশ বছরের চলার পথের ছবি। কলকাতা ছাড়া সামান্যছিটিয়ে ছড়িয়ে জেলাগুলিতে গড়ে উঠেছে কিছু কিছুশিল্পআকৃতিগুলি - সবচেয়ে আনন্দের যেটি হল এই গড়ে ওঠা আকৃতিগুলি কিন্তু সেই অঞ্চলের এক বিশেষ বার্তাবহন করে। ধরা যাক মুর্শিদাবাদের নবাবের এই ভূমিতে যেমন সৌধের একটিঅধ্যায় আছে - গঠনমূলক সম াজের অধ্যায়আছে, অধ্যায় আছে স্থাপত্যের - মূর্তিভাস্কর্যের, তেমন চিত্রপটেরও।

কিন্তু এসব চিত্রকলার মধ্যে নানান অঞ্চলপ্রভাবেরপরিণতি আছে। মুর্শিদাবাদের এই শৈলীর সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া য াবে ভারতেরবিভিন্ন অঞ্চলের এক বিশেষ আঙ্গিকের। কিন্তু এর সঙ্গে যেদিকটি বিশেষ করেদেখার তা হল রাজস্থানের কিংবাভিন্ন কোনও মাটির সংস্কৃতি এই নরম কোমল লাবণ্য ও স্নেহভরা মাটি আরপরিবেশে একেবারে আমারই মতো হয়ে গেছে। এরা কোন পথ ধরে আমাদের এইভূমিতে এসে কেমন বাঙ্গালি হয়ে গেলেন সেটিও দেখার। পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যেবিশেষ করে গহনার ব্যবহার একটি বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে দিল ছবিকে। ইংরেজএদেশে আসার প্রারম্ভেই কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব আমাদেরআবিলতায় ভরে দেয়নি। ভূমিতে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের নিজস্ব পরিজন পরিবেশ গড়ে তোলারক্ষেত্রে বিশেষ করে স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার একটি ভূমিকার সূচনা করে। আর সেই সূচনারভাবনাটি আমাদের মাঝে এক শ্রেনীর মানুষের মধ্যে মহীহের চেহারায় প্রতিষ্ঠা নেয়।একটি জিনিসলক্ষ করলে দেখা যাবে এই একশ বছরের শিল্প পথে গ্রামীন মানুষেরচেয়ে শহরের কেন্দ্রে থাকা সমাজকে বেশী প্রভাবিত করেছিল। যে কথাআগেই বলেছি, একশ বছরে বাংলা শিল্পকলার বিবর্তন পরিবর্তন, ধ্যান ধারণা,ওঠাপড়া, গ্রহণ বর্জনের প্রায় সবকিছু এই কলকাতাতেই ঘটেছিল।

কলকাতার বুকে বাংলার শিল্পকলার আর এক বিশেষআঙ্গিক তার অসাধারণ রূপ নিয়ে ছাপাই-এর মাধ্যমে উপহার দিলে।কাঠখোদাই, পাথরছোপ- যাকে লিথো বলছি তাছাড়া এচিং এসবই বাংলার একবিশেষ অবয়বের জন্ম দিয়েছে। এইসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় আর বিশেষ দৃষ্টির দাবি করে- তাহল করণকৌশলের শুদ্ধ চমৎকারিত্ব। কালীঘ াটের মাতৃমূর্তির প্রতিকৃতিআমরা পটশিল্পীদের কাজের মধ্যে এক বিশেষ আঙ্গিক -শৈলীতে পেয়েছি,পরের দিকে আজকের শিল্পীদেরভাবনা সেই একই মূর্তির রূপায়ণে সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এই কাঠখোদাইশিল্পীদের গড়ে দেওয়া মাতৃকার শিল্প নিদর্শনটি তুলনারহিত। আমরাঅনেক সময় শিল্প সৃষ্টির মধ্যে বস্তু ব্যবহারের ভেতর দিয়ে গড়ে তুলছিছবিকে, তাকে বুঝতে পারি না। এখানে কলকাতা বিস্তীর্ণ উত্তরকলকাতা, চিৎপুর, গড়ানহাটা অঞ্চলের শিল্পীরা সে বিষয়ে শিল্পে

একবিশেষ সোপানের সৃষ্টি করেছেন।চিৎপুর চিত্রসম্ভারের নিজস্ব গঠন শৈলী গড়ে দেওয়ার পেছনে সাহিত্যশিল্পের একটি ভূমিকা আছে বইকি। কিন্তু যেটি আজকে শিল্পীদের দেখা একান্ত দরকার তা হল সাহিত্য কাহিনী ধরে যে সব ছবি গড়ে উঠেছে তানিছক ইলাস্ট্রেসন পর্যায়েই থেকে যায়নি। আমরা আজকের শব্দ চয়নেঅনেক শিল্প রচনাকে কমার্শিয়াল বলে অবজ্ঞার আচরণ করি। চিৎপুরের এসবকাজগুলি গল্পের সঙ্গে সমাজের আত্মিক যোগের কথা বলে। ধরাই যাক নাএকটি পঞ্জিকা। আজও কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় এত সমৃদ্ধ উন্নত ছাপাই করণকৌশলের বাড়বাড়ান্তরযুগেও ওই কাঠ খোদাইদের ছবি সবই পরম যত্তে রক্ষা করে চলেছেন- এই পাঁজি অন্যান্য বইকে দিয়েও শিল্প তার নিজস্ব অধ্যায় গড়ে নিয়েছে। সবচেয়ে ভাল দিকটি হল - এই বিশেষ প্রকাশের আঙ্গিক ও শৈলী জনগ্রাহ্যতায়উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যেটি দেখার তাহল এসব ছবির মধ্যে সে সময়ের সমাজের রূপ রেখা আদপ-আচরণকে চিনে নিতেআর তাকে কাছে পেতে একটুকু অসুবিধা হয় না। এর সঙ্গে ইংরেজশিল্পীদের এদেশে বিশেষ করে কলকাতায় আসা থাকা আর কাজ করার ছায়াপড়েনি। ছবি গড়ে ওঠার পেছনে পশ্চিমের আলোছায়ার প্রায়প্রার্থিত প্রভাব থেকে এরা মুক্ত -- তবে দেখব এসব কুশিলবদের সঙ্গেভিনদেশী মানুষজনদের পোশাক পরিচ্ছদ দাঁড়ানোর ভঙ্গি ইত্যাদি গ্রহণেরসসৃষ্টি। এই চিৎপুরের পথ ধরেই আমাদের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভদ্রাসনজোড়াসাঁকোর নব্য শিল্প বোধ ও চেতনার অঙ্গনে পৌঁছতে সাহায্য করবে।ঠাকুরবাড়ির শিল্পচর্চার প্রথম দিকটি হল এখানকারস্থাপত্য--বাগান শিল্পের এক বিশেষ ঐর্য এখানে গড়ে উঠেছিল। এরসামনে দাঁড়ালেই স্থাপত্য শিল্পে ভারতীয় ধ্যান ধারণা, বসবাসেরঘরদুয়োরের সঙ্গে বেয়ে চলা বারান্দার থাম দরজা, তার পাল্লারপ্রকাশের ছাঁদটি ফুটে ওঠে। এতে এক বিশেষ ভাবনার-- মেজাজেরস্বাক্ষর পাওয়া যাবে। এই স্থাপত্য শৈলীর ছাঁদ আর ছকের মধ্যেইচিত্রশিল্পের ধারাটি যেমন স্পর্শ করা যায় তেমনই এর মধ্যে বসবাসকারীমানুষগুলির হৃদয়ের ভাবনার উত্তাপও অনুভুত হয়।

চিৎপুরের ছাপাই কাজের সঙ্গে কিন্তু চিত্রপটচর্চারও এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। কৃষ্ণনগর চিত্রপটেরচরিত্রশৈলী কিংবা বাংলার পটচিত্রের সঙ্গে যা যুক্ত হয়ে এক ভিন্ন স্বাদের ছবি এসেআমাদের বাংলার শিল্প জগৎকে এক বিশেষ শৈলীর চরিত্র উপহার দিয়েএকটি অধ্যায় রচনা করেছে তা হল ওই সব সহজ সরল লাবণ্য আর সুরেলা রেখারগতির সঙ্গে সঙ্গী হল আকারের ডৌল আর ঢল। গা বেয়ে ঝরে পড়া লাবণ্যেরমসৃনতা যোগ করলে এক বিশেষ মাত্রা। এই লাবণ্য আর সুষম ঢলের ওঠাপড়ারপাঠ আমাদের শিল্পীরা গ্রহণ করলেন বিদেশ থেকে আসা চিত্রকর্মের ভেতরদিয়ে। কিন্তু শশী হেস অন্নদাপ্রসাদ বামাচরণের মতো শিল্পীরা এইরীতির অনুসরণ করলেও তাঁদের ছবির জীবন থেকে ভূমির সৌরভ মুছে যায়নি। এমন বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়, তাদের সৃষ্ট ছবির সামনে দাঁড়ালেই।

ইংরেজরা দেশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরসদাবাস্তব শিল্পকলার চমৎকারিত্বের দিকটি রোপন করার কাজ আরম্ভকরেন। এ কথা তারা ভালভাবে জানতেন যে জাতির জীবনে নিজেদের আগামীকালেরকাছে চিরদিনের করে রাখতে গেলে চাই সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাবিশেষভাবে শিল্পকলার, তার সঙ্গে অবশ্যই স্থাপত্যশিল্প। বাংলাদেশেরএই সবুজ সরস ভূমিতে তখনও শিল্পকলা শিক্ষার প্রথাগতশিক্ষায়তনের আরম্ভ হয়নি -- সেই কথা মনে রেখে নিজেরা গড়ে তুললেনশিল্পশিক্ষালয় যেখানে শিল্প শিক্ষার্থীরা এসে প্রথাগত তচিত্রশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে আর এই প্রথাগতচিত্রশিক্ষা শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল। সেই মত ইন্ড্রাসট্রিয়ালআর্ট স্কুলের সূচনা হলেও নানান কারণে সেই স্কুলকে সরকার সরকারি ভাবেগ্রহণ করে তার পরিচালনায় ব্রতী হন। এই শিল্পশিক্ষালয়ের বহু কৃতীছাত্র নিজেদের শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু বাংলারচিত্রকলার কাহিনীতে প্রথম বাঙালি প্রধান শিক্ষকঅন্নদাপ্রসাদের কথা বলা কেবল বাঙালি হিসেবে নয় তাঁর কাজেরদক্ষতার জন্যও। সে সময় আমাদের সমাজে প্রতিকৃতি রচনা ও তানিজেদের কাছে রাখা এক বিশেষ আড়ম্বর হিসেবে --- এক বিশেষ সম্মানহিসেবে কাজ করেছে। সেই কারণে বাংলার বিত্তশালী গৃহস্থের বাড়িতে নানানসব সর্বাঙ্গ সুন্দর আকারের ছবি ঘর পূর্ণ করে রাখত। এ যে কেবল বাঙালিচিত্রকররাই করতেন তাই নয়, বেশি বিত্তশালী গৃহস্থেরা ইংরেজশিল্পীদের দিয়ে এ ধরনের প্রতিকৃতি তৈরি করিয়ে নেওয়াকেসমাজের এক বিশেষ ওজন হিসেবে মনে করতেন। এমন এমন বহু রাজবাড়ি এখনকলকাতার বুকে বিরাজ করছে যেখানে দর্শক গিয়ে তা দেখে একটি যুগকে চিনেনিতে পারেন। এই প্রতিকৃতি রচনার সঙ্গে কোম্পানি শৈলীর একটি বিশেষদিকও গড়ে উঠেছিল। এসব কাহিনী কিন্তু বাংলার শিল্পকলার

নিজস্ব শৈলীরকোনও দিক চিহ্ নয়। সত্যিকারের বাংলার আর বাঙ্গালির নিজস্ব ঘরাণার আত্মপরিচয় ওই সব পটের মধ্যে ধর্মগ্রন্থে-বৈষ্ণব পদাবলী চিত্রিত পাতায়পাতায় আপন উজ্জ্বলতায় আলো করে থেকেছে। এখানে করণ কৌশলের একঅসাধারণ দক্ষতা ও সামগ্রী সংগ্রহের একনিষ্ঠতা কাজ করেছে। আজও সেইসব বর্ণ সংগ্রহের বহু নমুনা আমার সংগ্রহেই আছে যার বর্ণছটায় নিজেই মুগ্ধ হয়েযাই। এ সব ধরণের ছটায় এক বিশেষ বিন্রতা আছে যার দিকে দৃষ্টি দিলেধক করে ওঠে না। এরা আরও সজীব হয়ে ওঠে বিষয়ের পথ ধরে রেখারকিনারায় কিনারায়। এখানে একটি সমন্বয়ের অদ্ভুত মেলবন্ধনেরও দিক আছে।চিত্রিত ঘটনার বর্ণনা আর ব্যবহৃত বর্ণের সখ্যতা।

সরকারীভাবে শিল্প শিক্ষায়তনেরপত্তন নিশ্চিতভাবে সে দেশের ধ্যানধারণার আর প্রকাশের রীতি ক্রমশএকশ্রেণীর বিদগ্ধ সজ্জনদের ভাললাগাতে শু করেছিল। আমরা আমাদের ভূমির শিল্পভাবনা আর তার প্রকাশকে ছোট করে দেখার অভ্যেস আরম্ভ করেফেললুম। ফোটোগ্রাফিক আত্মপ্রকাশ সে দেশেরশিল্পকলার বিপর্যয় এনে দিলেও এদেশের মানুষের চোখে এই সুবন্ধুত্বেরছায়াটি বড় সমাদরের সঙ্গে গ্রহণীয় হতে থাকল। বিদেশ বোধের ভাব ভাবনারচিরদিনের সত্যটির প্রতি মর্যাদা পাওয়া সীমিত হতে থাকল। শিল্পীরশক্তির পরিচয় হয়ে দাঁড়াল যা দেখছি তাকে যথা যথা ভাবে চিত্রপটে ফুটিয়েতোলায়। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য করণ কৌশলের দিকেও এক বিশেষ আর্কষণ বোধকরতে থাকলেন শিল্পীরা। এরই সঙ্গে চিত্রে বিরাট আকারের সম্ভাব্যতাওআর এক বিশেষ দিক চিহ্ হিসেবে দেখা দিতে থাকল ছবি আর পেটিকারঅন্তঃপুরের আবরণের মোড়ক থেকে বিভাসিত হতে থাকল বিরাটআকারে। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার , বাংলার শিল্প ক্ষেত্রেইএই পশ্চিমী চিত্রচর্চার কারণে ছবিকে দূর থেকে দেখার একটি বিশেষ চলনতৈরি হল তাই অনেক সময় আমাদেরছবি দেখার এক বিশেষ ভঙ্গীতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল অনেক রসিক। বাংলারচিত্রকলার কথায় এমন আলোচনারঅবকাশ কোথায়? আসলে আমরা ছবিদেখার সঙ্গে পরিবেশ পরিজনের কথা ভুলতে পারিনা। দেখবেন যেমানুষটি সারাক্ষণ হাতুড়ি দিয়ে কাজ করে থাকেন তাঁর হাতেরনরমভাবটা থাকে না। এমনকি হাতের তালুর কমনীয়তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভবহবে না। বাংলার শিল্পকলার কথায় এমন কথা অবতারণার একটি বিশেষ দিকআছে। বাংলার সমাজ শাসনে জীবন যাপনের একটি আবহাওয়ার স্পর্শ তারদৃষ্টির ওপর মেলে ধরেছে লাবণ্যের আতর- তা সে দুঃখবহ বা সুখবহ যেবিষয়েই হোক। আর একটি বিশ্বাস আমায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেবাংলার চিত্রকলা জীবনে নীরবে মেয়েদের সক্রিয় সহযোগিতা। পটের দিকে তাকলেবেশ বোঝা যায় পটের চত্তর ঘিরে নারীদের সক্রিয় উপস্থিতি।

আমাদের বাংলার মেয়েদের ছবির কথা বলা হয়নিপ্রায় ক্ষেত্রেই। আমাদের মহিলা শিল্পীদের ক্ষেত্রে অনন্যা ছিলেনপুনয়নীদেবী - সে তো এক বিশেষউত্তরণের উদ্ধার। এক বিশেষ ভাবনা একবিশেষ চিত্রচর্চার ফল। এক বিশেষনিজস্বতার বিভায় পূর্ণ। কিন্তু আরও একটি বিষয় দেখার তাহল তাঁর ছবিতেনারীসুলভ সৌন্দর্যের মনটি মায়া হয়ে আছে। আমি মনে করি সক্রিয়তার ছন্দ ছিলপরিবারময়। কলিতীর্থ কালীঘাটকে কেন্দ্র করে বাংলার চিত্রকলায় আরও একটিবিশেষ শৈলীর সূচনা হল। সামাজিক জীবনের নানান ছবি স্থান পেলেও এই চিত্রকলাকেনিভার শিল্পীরা নির্ভয়ে সমাজের বিধি ব্যবস্থা আচরনের অনৈতিকদিকগুলিকে সোচচার প্রকাশে কোথাও ভয় পাননি এই সব অব্যবস্থাও অনৈতিক ঘটনাগুলি ঘটত ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে। বিশেষ করেকালীঘাটের পটের দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে। তবু এই ব্যবস্থার মধ্যে আমার আরওএকটি বিষয়ে বড় আশ্চর্য বোধ হয় যা আজও সমানভাবে সক্রিয় আছে নারীদেরপ্রতি ঠিক ঠিক সম্মানীয় আচরণ না দেখানো।

কালীঘাটের ছবির বিষয় কিন্তু আশ্চর্য ভাবে আমাদের একটি সমাজের দলিল। তখনদৈনিক সংবাদপত্রের কতটা সাফল্য ছিল জানা না গেলেও সমাজের অনৈতিকব্যাভিচারের সচিত্র পটগুলি ধর্মস্থানে আসা ধর্মপিপাসু ভক্তদের হাতেহাতে পৌঁছে যেত দূর দূরান্তে। ভক্তি সহকারে যেমন দেবদেবীর চিত্রপটনিয়ে যেতেন তেমনই নিয়ে যেতেন ওই সব কেচ্ছাকাহিনী আর সমাজেরব্যবস্থার নানান দৃশ্য সম্বলিত পটকে। এই কালীঘাটের শৈলী আমাদেরবাংলার চিত্র চালচিত্রে একটি অনন্য ও অসাধারণ চিরদিনের একটি অনন্য ওঅসাধারণ চিরদিনের সজীব ঐশ্চর্য দিয়েছে। ছবির বিষয়ের বৈচিত্রের সঙ্গে রেখ

ারমুক্ত ও তুরঙ্গ গতির সাবলীলতা আর তারই সঙ্গে বর্ণের নিষ্পাপ নির্মলপ্রয়োগ গুণ। কোথাও বর্ণের আধিক্য যেমন নেই তেমন রঙে রঙে মিশেগিয়ে ঘোলাটে হয়ে যাবার অবকাশও নেই। বর্ণ প্রয়োগের এই বিশেষনিজস্বতা ধর্ম সাবলীলভ াবেই শিল্পীদের অবচেতন মনের গহন থেকে বয়ে এসেছে। এবর্ণ প্রয়োগের স্বচ্ছতার সঙ্গে সে সময়ে ইউরোপীয় জলরঙ প্রয়োগপদ্ধতির কোনও সম্পর্ক নেই। ভাবতে অবাক লাগে এমনটি ঘটল কেমন ভাবে? আরএই কলকাতার বুকে? যেখ ানে ইউরোপীয় চিত্রচর্চার একটি বিলক্ষণ যজ্ঞশু হয়েছিল।
শুধু রঙ বললে সম্পূর্ন হয় না ঘন রেখার কোলে হালকারঙের পরত অবয়ব আর শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গ পোশাক পরিচ্ছদের নিখুঁতডোলে আলো ছায়ার আলো আধাঁরিময় ওঠা পড়ার ছন্দকে কী কুশলতার সঙ্গেসম্পন্ন করেছেন। চিত্রকর হিসেবে কালীঘাটের শিল্পীদের পটে এইতত দুর্লভকরণ কৌশেলের প্রয়োগটি একেবারে নিজস্ব ঘরানায় সুসংবদ্ধভ াবে সুসংহতও সুদৃঢ়। বাংলার চিত্রকলার পরিত্রমা এক বিশেষ পথবিশ্রামপ্রশান্তি।

এই পটের সঙ্গে সঙ্গে যেদিন থেকে দেওয়ালে ঘেরা চত্বরতৈরি হল শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষায়তন- সেদিন থেকে শিল্প চর্চা একটিমাপের পরিধির আওতায় এসে তার জীবন আরম্ভ করল। তখন প্রকৃতিরখোলামেলা চরিত্রের সঙ্গে আর সম্বন্ধ থ াকল না। শিক্ষার্থীরা এসেপ্রকৃতির কোলে বসে চিত্র শিক্ষার পাঠ নিতে থাকল ঠিকই কিন্তুনির্দিষ্ট ও নির্দেশিত শাসনের মধ্যে। তাই ছবির ধ্যান ধারণার সঙ্গে চরিত্রেরচিত্রণ বদলে যেতে থাকল। শিক্ষার ত্রম অনুযায়ী একই বিষয় নিয়ে একইভ াবে অভ্যাস গড়ে তুলতে থাকলে ছাত্ররা। তাই ছবির সম্ভার তৈরি হল নানড়াচড়ার চরিত্র।

উত্তরণের উদ্ধার। এক বিশেষ ভাবনা এক বিশেষচিত্রচর্চার ফল। এক বিশেষ নিজস্বতারপূর্ণ। কিন্তু আরও একটি বিষয় দেখার তাহল তাঁর ছবিতে নারীসুলভসৌন্দের্যের মনটি মায়া হয়ে আছে। আমি মনে করি সত্রিয়তার ছন্দ ছিলপরিবারময়। কালিতীর্থ কালীঘাটকে কেন্দ্র করে বাংলার চিত্রকলায় আরওএকটি বিশেষ শৈলীর সূচনা হল। সামাজিক জীবনের নানান ছবি স্থান পেলেও এইচিত্রকলাকে নিভার শিল্পীরা নির্ভয়ে সমাজের বিধি ব্যবস্থা আচরনেরঅনৈতিক দিকগুলিকে সোচচার প্রকাশে কোথাও ভয় পাননি এই সবঅব্যবস্থা ও অনৈতিক ঘটনাগুলি ঘটত ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে। বিশেষকরে কালীঘাটের পটের দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে। তবু এই ব্যবস্থার মধ্যে আমার আরওএকটি বিষয়ে বড় আশর্চ্য বোধ হয় যা অ াজও সমানভাবে সত্রিয় আছে নারীদেরপ্রতি ঠিক ঠিক সম্মানীয় আচরণ না দেখানো।

কালীঘাটের ছবির বিষয় কিন্তু আশর্চ্য ভাবে আমাদের একটি সমাজের দলিল। তখনদৈনিক সংবাদপত্রের কতটা সাফল্য ছিল জানা না গেলেও সমাজের অনৈতিকব্যাভিচারের সচিত্র পটগুলি ধর্মস্থানে আসা ধর্মপিপাসু ভক্তদের হাতেহাতে পৌঁছে যেত দূর দূরান্তে। ভক্তি সহকারে যেমন দেবদেবীর চিত্রপটনিয়ে যেতেন তেমনই নিয়ে যেতেন ওই সব কেচ্ছাকাহিনী আর সমাজেরব্যবস্থার নানান দৃশ্য সম্বলিত পটকে। এই কালীঘাটের শৈলী আমাদেরবাংলার চিত্র চালচিত্রে একটি অনন্য ও অসাধারণ চিরদিনের একটি অনন্য ওঅসাধারণ চিরদিনের সজীব ঐশর্চ্য দিয়েছে। ছবির বিষয়ের বৈচিত্রের সঙ্গে রেখ ারমুক্ত ও তুরঙ্গ গতির সাবলীলতা আর তারই সঙ্গে বর্ণের নিষ্পাপ নির্মলপ্রয়োগ গুণ। কোথাও বর্ণের আধিক্য যেমন নেই তেমন রঙে রঙে মিশেগিয়ে ঘোলাটে হয়ে যাবার অবকাশও নেই। বর্ণ প্রয়োগের এই বিশেষনিজস্বতা ধর্ম সাবলীলভ াবেই শিল্পীদের অবচেতন মনের গহন থেকে বয়ে এসেছে। এবর্ণ প্রয়োগের স্বচ্ছতার সঙ্গে সে সময়ে ইউরোপীয় জলরঙ প্রয়োগপদ্ধতির কোনও সম্পর্ক নেই। ভাবতে অবাক লাগে এমনটি ঘটল কেমন ভাবে? আরএই কলকাতার বুকে? যেখ ানে ইউরোপীয় চিত্রচর্চার একটি বিলক্ষণ যজ্ঞশু হয়েছিল।
শুধু রঙ বললে সম্পূর্ন হয় না ঘন রেখার কোলে হালকারঙের পরত অবয়ব আর শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গ পোশাক পরিচ্ছদের নিখুঁতডোলে আলো ছায়ার আলো আধাঁরিময় ওঠা পড়ার ছন্দকে কী কুশলতার সঙ্গেসম্পন্ন করেছেন। চিত্রকর হিসেবে কালীঘাটের শিল্পীদের পটে এইতত দুর্লভকরণ কৌশেলের প্রয়োগটি একেবারে নিজস্ব ঘরানায় সুসংবদ্ধভ াবে সুসংহতও সুদৃঢ়। বাংলার চিত্রকলার পরিত্রমা এক বিশেষ পথবিশ্রামপ্রশান্তি।

এই পটের সঙ্গে সঙ্গে যেদিন থেকে দেওয়ালে ঘেরা চত্বরতৈরি হল শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষায়তন - সেদিন থেকে শিল্প চর্চ াএকটি মাপের পরিধির আওতায় এসে তার জীবন আরম্ভ করল। তখনপ্রকৃতির খোলামেলা চরিত্রের সঙ্গে আর সম্বন্ধ থ াকল না। শিক্ষার্থীরাএসে প্রকৃতির কোলে বসে চিত্র শিক্ষার পাঠ নিতে থাকল ঠিকইকিন্তু নির্দিষ্ট ও নির্দেশিত শাসনের মধ্যে। তাই ছবির ধ্যান ধারণার সঙ্গেচরিত্রের চিত্রণ বদলে যেতে থাকল। শিক্ষার ত্রম অনুযায়ী একই বিষয় নিয়েএকই ভ াবে অভ্যাস গড়ে তুলতে থাকলে ছাত্ররা। তাই ছবির সম্ভার তৈরি হল নানড়াচড়ার চরিত্র।

সুখি গৃহকোনে প্রকাশিত